খণ্ড ১৪, সংখ্যা ১৬ | ভাবনগর | ডিসেম্বর ২০২১
Vol. 14, No. 16 | BHĀBANAGARA | December 2021

সাক্ষাৎকার

“আলাওলের লেখা, দৌলত কাজীর লেখা খুব আকর্ষণীয় আমার চোখে”

মিহাউ পানাসুক

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : সাইমন জাকারিয়া

ফ্রান্সের প্যারিসে দুই বাংলা সম্মেলনে পোল্যাণ্ডের বাংলাভাষার অধ্যাপক মিহাউ পানাসুক

Interview

“Alaol’s writings, Daulat Kazi’s writings, are very much interesting in my eyes”

Michal Panasiuk

Interview taken by Saymon Zakaria

Abstract

Michal Panasiuk is a lecturer at the Department of South Asian Chair in the University of Warsaw. He achieved Master degree from the same department of the same university on the autobiographies of Sreemoti Binodini Dasi, the early stage bloom performer of Bangla urban theater, *Amar Abhinetri Jiban* (*My life as actress*) and *Amar Kotha* (*My story*) and her poetry. Michal later achieved his PhD by writing dissertation titled *The Body-Centric Songs - Sahebdhani and Baul Songs*. He teaches modern Bengali, Bengali literature and culture of Bangladesh and West Bengal. Presently, he is doing research on the Middle Bengali poet Bharat Chandra Ray Gunakar and his poetry. Michal has deep interest in diverse components of the popular folk literature and culture of Bangladesh and the ancient and Middle- Bengali literature. At the beginning of his teaching career at the department of South Asian Chair in the University of Warsw, he visited Bangladesh in 2015 – 2016. Dr. Saymon Zakaria, the editor of *Bhabanagara: Internatioonal Journal of Bengal Studies* took the following interview of Michal Panasiuk on 23rd January 2016 at an apartment of Banani. From the interview date till today, a few of the professors, researchers and translators of the University of Warsaw mentioned in the interview have passed away and/or retired. This is why the interview is getting published here in an updated form. The interview explores the history of the study of Bengali language and literature in the University of Warsaw, the research works of Michal Panasiuk and those of the other professors and researchers there on Bengali, literature and the respective translation works. This interview may guide us to establish an academic institute to inspire overseas students and scholars to be engaged in researching and translating Bangladeshi literary resources for their global exposure. It also pushes us face the question why are the local scholars not interested in looking into own literature and culture!

মিহাউ পানাসুক পোল্যান্ডের ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয় (The University of Warsaw)-এর বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে বাংলার নগরকেন্দ্রিক নাট্যাভিনয়ের প্রথমপর্যায়ের বিখ্যাত নাট্যাভিনেত্রী মঞ্চকুসুম শ্রীমতী বিনোদিনী দাসীর আত্মজীবনী *আমার অভিনেত্রী জীবন*, *আমার কথা* এবং তাঁর সৃষ্ট কাব্যসাহিত্য নিয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তী কালে "বাংলা দেহতত্ত্বের গান: সাহেবধনী সম্প্রদায় ও বাউল গান" বিষয়ক অভিসন্দর্ভ রচনার মাধ্যমে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। অধ্যাপনার সূত্রে তিনি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে পাঠদান করেন। বর্তমানে তিনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও তাঁর কাব্য নিয়ে গবেষণা করছেন। পাশাপাশি বাংলাদেশের লোকায়ত সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে শুরু করে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র বিষয় নিয়ে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। প্রথম দিকে ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনার সময় তিনি অন্য একটি পেশাগত দায়িত্ব পালনে ২০১৫-২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে অবস্থান করেন। সে সময় ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি ঢাকার বনানী এলাকার একটি বাসায় অধ্যাপক মিহাউ পানাসুকের এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন *ভাবনগর : ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব বেঙ্গল স্টাডিজে*র সম্পাদক সাইমন জাকারিয়া। উল্লেখ্য, সাক্ষাৎকারটি গ্রহণের পর মিহাউ পানাসুকের মুখে বর্ণিত পোল্যান্ডের ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা অধ্যাপক, গবেষক ও অনুবাদকের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটেছে এবং কেউ কেউ আবার কর্মজীবন শেষে অবসরে চলে গেছেন। তাই বর্তমান কালের বিবেচনায় সাক্ষাৎকারটি সম্পাদিত আকারে প্রকাশ করা হলো। এতে পোল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ইতিহাস এবং অধ্যাপক মিহাউ পানাসুক-এর গবেষণা তৎপরতাসহ পোল্যান্ডের অন্য অধ্যাপক ও গবেষকদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গবেষণা ও অনুবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য উঠে এসেছে।

সাইমন জাকারিয়া : বাংলা ভাষার প্রতি তোমার আগ্রহ কীভাবে তৈরি হলো?

মিহাউ পানাসুক : শুরুতে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার সময় আমার বাংলা পড়তে আগ্রহ ছিল না, সংস্কৃত পড়তে আগ্রহ ছিল। সাউথ এশিয়ান ডিপার্টমেন্টে আমার প্রধান বিষয় সংস্কৃত ছিল, সেখানে সংস্কৃত ভাষার সাথে কিন্তু একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা শেখানো হয়, তো সংস্কৃতের সাথে আমার ক্ষেত্রে আধুনিক ভারতীয় ভাষা ছিল বাংলা

ভাষা। তো সেই সময় বাংলা ভাষার সাথে পরিচয় হয়েছে। আর দ্বিতীয় বছরে বাংলা ভাষা এতো ভাল লাগল আর সংস্কৃত এতো কঠিন ছিল বলে—আমি চেঞ্জ করে ফেলি। আমি বাংলা শিখতে শুরু করি। তারপর থেকে আমার প্রধান বিষয়টা বাংলা ছিল, সেকেন্ড ইয়ার থেকে আর দ্বিতীয় সাবজেক্ট ছিল সংস্কৃত।

সাইমন : তাহলে তোমার বিশ্ববিদ্যালয় মানে পোল্যান্ডের ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অরিয়েন্টাল স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টে তুমি পড়েছো?

মিহাউ : এখন সাউথ এশিয়ান ডিপার্টমেন্ট নাম আছে। তখন নামটা ছিল ইন্ডোলজিকাল স্টাডিজ, এটা ছিল উপবিভাগ। মানে ডিপার্টমেন্টের নাম ছিল—অরিয়েন্টাল স্টাডিজ; আসলে, সেই বিভাগেরই একটি উপবিভাগ ছিল—ইন্ডিয়ান স্টাডিজ নামে।

সাইমন : এই বিভাগে তুমি কবে ভর্তি হও?

মিহাউ : আমি ১৯৯৯ সালে ভর্তি হই, সংস্কৃত দিয়ে শুরু করি।

সাইমন : বাংলা ভাষাটা তাহলে তুমি নিজেই নিলে? না তোমার বিশ্ববিদ্যালয় দিল?

মিহাউ : বাংলা ভাষার ব্যাপারে আমার আগ্রহ দেখে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ই আমাকে বাংলা পড়তে দেয়। আসলে, প্রতি বছর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য আধুনিক ভাষা পড়ানো হয়। যেমন—এক বছর হিন্দি, এক বছর তামিল, এক বছর বাংলা; এমন করে নতুন নতুন আধুনিক ভাষা পড়ানো হয়। আমার আগের বছরগুলিতে হিন্দি, তামিল পড়ানো হয়েছিল, তাই আমি বাংলা পেয়ে যাই।

সাইমন : তাহলে বাংলা পড়াটা তোমার একার আগ্রহের কারণেও ঘটেনি, তোমার নিয়তিই তোমাকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল, তোমাকে বাংলাই পড়তে হবে?

মিহাউ : তা বলতে পারো।

সাইমন : কিন্তু সংস্কৃত ভাষাটা কি তোমারদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছেই পড়েছো? নাকি ভারতে এসে শিখেছিলেন?

মিহাউ : আমাদের বিশ্ববিদালয়ে খুব বিখ্যাত একজন সংস্কৃত ভাষাবিশারদ ছিলেন—তার নাম আন্দ্রে উগভস্কি। আমাদের ওখানে উনি খুবই বিখ্যাত। প্রচুর ভাষা জানতেন, প্রায় চল্লিশটারও বেশি ভাষা জানতেন। কিন্তু তিনি কখনও পিএইচডিও করেননি। কিন্তু অনেক জ্ঞান ছিল তাঁর। কোনো জায়গায় এমন ধরনের কোনো জ্ঞানীর সাথে আমার পরিচয় হয়নি। তিনি খুবই বিনয়ী মানুষ ছিলেন এবং সব সময় আমাদের বলতেন—'আমি সংস্কৃতের মহাসমুদ্রের পাড়ে, কিন্তু আমি সেই সাগরে ঢুকিনি, মানে সংস্কৃত আমি জানি না, আমি সংস্কৃত শিখছি।' কিন্তু উনার বিশাল জ্ঞান ছিল।

সাইমন : আন্দ্রে উগভস্কির কোনো বই পুস্তক আছে কি?

মিহাউ : উনি কিচ্ছু লেখেননি। শুধু পড়াতে ভালবাসতেন। তবে, কিছু অনুবাদ আছে তাঁর—সংস্কৃত থেকে পোলিশ ভাষায়, আর একটা দুইটা আর্টিকেল মাত্র।

সাইমন : তুমি কত বছর সংস্কৃত শিখেছো?

মিহাউ : বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সংস্কৃত নিয়ে চর্চা ছিল চার বছর ধরে, কিন্তু দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ছিল। তবে, দ্বিতীয় বর্ষ থেকে আমার প্রধান বিষয় হয় বাংলা।

সাইমন : বাংলা ভাষা কি পুরোপুরি পোল্যান্ডের ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়েই শিখেছো? না-কি অন্য কোথাও কিছু শিখেছিলে? তোমার কথা বলার ভঙ্গি দেখে তা জানার খুবই ইচ্ছা।

মিহাউ : হ্যাঁ, তিন বছর পর আমাদের একটা স্কলারশিপ নেওয়ার সুযোগ ছিল—সে সময় আমি ভারতের কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য আইসিসিআরসি স্কলারশিপ পাই, ওখানে আমার এক বছরের বেঙ্গলি কোর্স ছিল। আমরা ওখানে দুইজন গিয়েছিলাম বাংলা শিখবো বলে। আর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অনেক বছর পর কলিকাতায় ছাত্র-ছাত্রী পাঠায়। সবাই তো হিন্দি পড়ে, দিল্লিতে যায়, কেউ কলিকাতা যায় না; আমরা দুজন বাংলা পছন্দ করেছি বলে আমাদেরকে কলিকাতা পাঠায়।

সাইমন : কলিকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন বাংলা শিখতে গেলে তখনকার কিছু কথা বলো।

মিহাউ : প্রথম কদিন যেতেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা দেখলেন যে, আমরা বাংলা ভালো করে জানি। তখন তারা বললেন, আপনার জেনারেল বাংলা কোর্স করবেন না। আপনারা অ্যাডভান্স বাংলা কোর্স করেন, এটা দুই বছরের। আমি কিন্তু এক বছর পর ফিরে গেলাম পোল্যান্ডে—পড়াশোনা শেষ করবার জন্য। আর এক বছর পর আমি আবার কলিকাতায় যাই এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি দ্বিতীয় বছরের বাংলা কোর্সটাও সম্পন্ন করি। এটা শুধু বাংলা ভাষার কোর্স ছিল, ভাষা ছাড়া অন্য কোনো বিষয় ছিল না আমাদের।

সাইমন: এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে, তুমি প্রথম পোল্যান্ডের ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়েছো, পরে কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়লে—তাহলে এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পড়া ও পড়ানোর মধ্যে পার্থক্যের জায়গাটা কি?

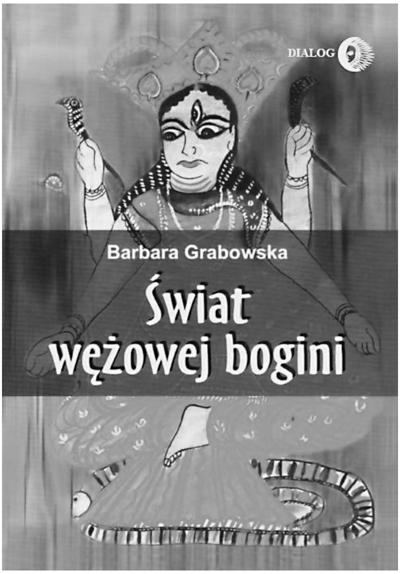

অধ্যাপক বারবারা গ্রাভোভস্কার রচিত মনসামঙ্গল ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বিষয়ক গ্রন্থের প্রচ্ছদ

মিহাউ: সব থেকে বড় পার্থক্য হচ্ছে, আমাদের ডিপার্টমেন্টে কোনো বাঙালি মানুষ নেই, শুধু পোলিশ শিক্ষক-শিক্ষিকা পড়ায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সাইমন: অর্থাৎ তোমাদের ওখানে পড়ায়ও পোলিশ শিক্ষক আবার পড়েও পোলিশ?

মিহাউ: পশ্চিমবঙ্গে অবশ্যই শিক্ষক ছিলেন একজন বাঙালি। অন্য বিদেশিদের সঙ্গে আমাদের ক্লাস ছিল। ব্যাকরণ শেখাতেন আমাদের একজন আন্না ত্রিঙ্কভস্কা, আর দুইজন অধ্যাপক ছিলেন যাদের সঙ্গে আমার বেশি ক্লাস হয়েছে। অ্যালজিবিয়েতা ভালটের, যিনি রবীন্দ্র সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করতেন। আর বাংলা নাটক নিয়ে, কয়েকটা অনুবাদ করেছেন। আর প্রফেসর গ্রাভোভ্স্কা, যিনি মধ্যযুগের সাহিত্য নিয়ে বিশেষ করে কৃষ্ণ সাহিত্য নিয়ে, বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করতেন। উনার অনেক বই আছে, অনেক অনুবাদ করেছেন বাংলা থেকে পোলিশ ভাষায়।

সাইমন: তাহলে প্রফেসর গ্রাভোভ্স্কা মূলত বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী নিয়ে কাজ করতেন?

মিহাউ: হ্যাঁ, বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়ে। তবে, কৃষ্ণ বিষয় নিয়েও অনেক গবেষণা করেছেন। তাছাড়া, তিনি শেষ ১০ বছর ধরে মঙ্গলকাব্য নিয়ে গবেষণা করেছেন। একটা বই বেরিয়েছে কয়েক বছর আগে *মনসামঙ্গল* নিয়ে। আর এখন তিনি এখন অবসরে চলে গেছেন, বর্তমানে *ধর্মমঙ্গল* নিয়ে কাজ করছেন।

সাইমন: তুমি তোমাদের ওখানে বাংলা ভাষায় কি গ্রাজুয়েশন কোর্স করেছো? নাকি মাস্টার্স করেছিলে?

মিহাউ: মাস্টার্স হয়েছে এই যে, নটী বিনোদিনীর উপরে। বাংলা অভিনেত্রী এবং তাঁর লেখা নিয়ে।

সাইমন: শ্রীমতি বিনোদিনী দাসীর কোন জায়গাটা নিয়ে তুমি বেশি কাজ করেছো? বিনোদিনী তো খুব ডায়নামিক ক্রিয়েটিভ পারসন, একইসঙ্গে তিনি সংগীত শিল্পী, অভিনয় শিল্পী, কবি, এমনকি আত্মজীবনী লিখেছিলেন।

মিহাউ: আমার বিষয় ছিল বঙ্গের প্রথম এবং প্রধান অভিনেত্রী জীবন নিয়ে। বিনোদিনী দাসীর একটা লেখা আছে *আমার অভিনেত্রী জীবন* এবং *আমার কথা*। এই দুইটো বই নিয়ে আমি গবেষণা করেছি, আর তাছাড়া তাঁর কিছু কবিতা নিয়ে, মানে তাঁর দুঃখের জীবন কথা নিয়ে আমি গবেষণা করেছি। এটা নিয়ে আমার গবেষণায় একটা পার্ট আছে। সেই সময়ে আসলে আমার খুব ইচ্ছে ছিল, বাউল গান নিয়ে গবেষণা করতে। কিন্তু সেই সময় এই বিষয়টা আমার জন্য খুব কঠিন ছিল বলে আমি তখন কিছু শুরু করিনি।

সাইমন: বিনোদিনী নিয়ে তুমিও কাজ করেছো, আবার আমিও কিছু কাজ করেছি। যেমন—শ্রীমতী বিনোদিনী দাসীর দুটি আত্মজীবনীর ভিত্তিতে আমার রচিত *বিনোদিনী* নাটক ঢাকা থিয়েটার নাসিরউদ্দীন ইউসুফের নির্দেশনায় ও শিমূল ইউসুফের একক অভিনয়ে নিয়মিত মঞ্চস্থ করে আসছে। সেই জন্য বিনোদিনী দাসীর বিষয়ে আমার একটু বাড়তি আগ্রহ আছে। তোমার তো মাস্টার্সের থিসিস ছিল বিনোদিনী দাসীর সৃষ্টিকর্ম তথা লেখালেখি নিয়ে। যতটুকু জেনেছি তাতে বুঝেছি তুমি বিনোদিনী দাসীর *আমার অভিনেত্রী জীবন* এবং *আমার কথা* নামের দুটো আত্মজীবনী নিয়ে গবেষণা করেছো। এখন জানতে চাই বিনোদিনী দাসীর আত্মজীবনীর কোন দিকটা তোমাকে সব থেকে বেশি আকর্ষণ করেছে?

মিহাউ: বেশিরভাগ তাদের সমাজ সমাজের এক্সেপ্টটেন্স গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে আমি কাজ করেছি। কারণ বিনোদিনী একজন রক্ষিতা ছিলেন। মঞ্চে তিনি রানী ছিলেন বটে কিন্তু মঞ্চের বাইরে খুবই দুঃখিত জীবন যাপন করতেন। কারণ সে সময়ে তো লোকজন সহজে শিখতে পারতো না। বিনোদিনী একটা উদাহরণ ছিল যে তিনি লিখেছিলেন। কিন্তু তাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি। মঞ্চে থাকে যথেষ্টই মূল্যায়ন করা হয়েছে। কিন্তু মঞ্চের বাইরে তাকে মূল্যায়ন করা হয়নি। তার সব থেকে বড় দুঃখ ছিল তাঁকে সামাজিকভাবে গ্রহণ করা হয়নি। এইটা নিয়েই আমার কাজ ছিল।

সাইমন: তাঁর নাম নিয়ে তো 'বিনোদিনী থিয়েটার' গড়ে ওঠার কথা ছিল। কথা ছিল 'বি থিয়েটার' করে উঠবে। তার জন্য তিনি শারীরিক ও মানসিক দুইভাবে খেটেছিলেন অনেক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত থিয়েটারে তার নাম দেওয়া হয়নি।

মিহাউ: এটা খুব দুঃখের খবর। তাঁর গুরুরাই তাঁকে আঘাত দিয়েছে।

আত্মজীবনীকার, কবি ও মঞ্চকুসুম শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী

সাইমন: এরপরই তো বিনোদিনী দাসী অবসরে চলে গেলেন। আর অবসরে গিয়েই লিখলেন তার জীবনের এই যন্ত্রণাময় ইতিহাসের কথা। লিখলেন দুটো কাব্য—*কনক* ও *নলিনী* এবং *বাসনা*। কিন্তু একটা জিনিস তুমি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছো যে, আমাদের এখানে সাহিত্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিনোদিনী দাসীর অটোবায়োগ্রাফি বা বিনোদিনী দাসীর যে কাব্যগ্রন্থ, সেগুলো বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সাহিত্য বিশ্লেষণে যে সমান মর্যাদা দেওয়া দরকার ছিল সেগুলো কি সে পেয়েছে? সেই মূল্যায়ন কিসে পেয়েছে?

মিহাউ: আমার মনে হয় সে তা পায়নি। এখন দেখা যায় অনেক বছর পরে বিনোদিনী দাসীর উপরে খুব আগ্রহ তৈরি হয়েছে। আমি দেখেছি আবার নতুন করে বিনোদিনী দাসীর *আমার অভিনেত্রী জীবন* ও *আমার কথা* ছাপা হয়েছে কলকাতায়। এখন জেন্ডার স্টাডিজের দিক থেকে অনেক আগ্রহ তৈরি হয়েছে। সাবঅলটার্ন স্টাডিজের দিক থেকেও অনেকে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। তবে, জেন্ডার স্টাডিজের দিক থেকে একটু বেশি আগ্রহ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

সাইমন: আমি দেখেছি আরেকজন নারীর *রামায়ণে*র মত আরেকটি কাব্য লিখেছেন। কিন্তু তাঁকে কোথাও মূল্যায়ন করা হয়নি। ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর লেখা *অদ্ভুত রামায়ণ* প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর নাম ছিল সৌদামিনী দেবী। আমি তার ওপর গবেষণা করার চেষ্টা করছি, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে কোন তথ্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ... এখন তোমার দিকে ফিরে আসি। তুমি তো বাংলায় মাস্টার্স শেষ করলে। এরপর তোমার বাংলা সাহিত্য গবেষণা কি পরিকল্পনা আছে সে সম্পর্কে জানতে চাই।

মিহাউ: যেটা আমি বলছিলাম আমার সব সময় গানের দিকে আগ্রহ ছিল। এখানকার বাউল গান শুনে আমি খুব মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু এম এ করার জন্য এত সময় নেই বলে আমি ডিসাইড করিনি যেটা নিয়ে গবেষণা করতে। কিন্তু এর মধ্যে আমার অনেক বই সংগ্রহ করা হয়েছে। এইযে বাউল এর ব্যাপারে খুব বিখ্যাত গবেষকের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে জান ওপেনশ, শক্তিনাথ ঝা, তাঁদের কাছ থেকে অনেক সহযোগিতা পেয়েছি আমি। সাহেবধনী তো কথা এসেছে তার মধ্যে, এমএ করার এক বছর পরে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমি পিএইচডি করব, এ বিষয় নিয়ে আমি বললাম আমার অধ্যাপকের কাছে যে, আমি এই বাউল লোক সাহিত্য নিয়ে, মানে বাংলা লোক সাহিত্য নিয়ে কিছু করবো, তো বাউল সাহেবধনী গান খুব ভালো লাগলো। মানে এতো রহস্য ছিল, আমি বুঝতে চাই ছিলাম আসলে জিনিসটা কি? বললাম যে আমি চেষ্টা করবো এটা নিয়ে কিছু করতে। বেশিরভাগ দেহতত্ত্ব নিয়ে প্রতীক নিয়ে, সাহেবধনী গান একটি প্রতীক থাকে, বাউল গান এ দেহ নিয়ে একটি প্রতীক থাকে, বাংলা ঐতিহ্যের প্রতীকটা কিভাবে আসে? এটার মানে কি? তাদের গানে এটার মানে কি হতে পারে? অন্যের গানে এটার মানে কি হতে পারে? আর বাংলা ঐতিহ্যের প্রতীকটা কেন থাকে? তো এটা নিয়ে আমার কাজ হয়েছে পাঁচ না ছয় বছর ধরে তা এখন আমার মনে নেই। পিএইচডি হয়েছে পোলিশ ভাষায়। ছাপানো হয়নি। কিন্তু সেই দিন থেকে আমার লোক সাহিত্য নিয়ে খুব ভালোবাসা আছে।

সাইমন: এই যে তুমি সাহেবধনী গান নিয়ে পিএইচডি করলে, আমি সব সময় একটি বিষয় দেখতে চাই, তোমরা যারা ভিন্নভাষী এবং ভিন্ন দেশের মানুষ আমাদের

দেশের ফোক কালচার নিয়ে গবেষণা করো, তোমাদের মধ্যে এমন কোনো ইচ্ছে থাকে কি না তোমাদের নিজের দেশের কোন ট্র্যাডিশনের সঙ্গে এটার কোনো মিল খুঁজে দেখা বা দেখানো, অথবা মিল খুঁজে দেখার চেষ্টা করো কি?

মিহাউ: আমার দেশের ঐতিহ্যের সাথে এরকম মিল দেখতে খুব কঠিন। কারণ আমাদের তো অনেক ঐতিহ্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কমিউনিজমের সময়ে। কিন্তু যে গানগুলো নিয়ে আমি গবেষণা করেছি সে গানগুলো আলো অন্ধকারের গান, সন্ধ্যে ভাষার গান, আর এই ভাষার প্রতীক একটু আলাদা। আমাদের ভাষার প্রতীকের সঙ্গে তুলনা নেই। আমাদের এরকম কোন সুফি ঐতিহ্য নেই, মানে মরমী ঐতিহ্য বা এজোটেরিক ঐতিহ্য তেমন কিছু নেই গানে। সেই কারণে আমি চিন্তাও করিনি এরকম কাজ করতে যে, আমি দেখব আমাদের লোক সাহিত্যের সঙ্গে বাউল গানের সম্পর্ক কি আছে বা পার্থক্য কি আছে।

সাইমন: কিন্তু তুমি যখন তোমার দেশের পোলিশ একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা করছো তখন এই প্রশ্নগুলো আসে কিনা এই গবেষণা করে আমার দেশের মানুষের বা আমার দেশের সংস্কৃতির কি লাভ হবে? এসব প্রশ্ন কখনো আসে না?

মিহাউ: লাভের কথা বলছেন? মনে হয় আমার মনে কখনো এই প্রশ্ন আসেনি। এমনি আমার নিজের জ্ঞানের জন্য করেছি।

সাইমন: কিন্তু আমার প্রশ্নের কারণ হচ্ছে, এমন তো অনেক সময় মনে হয় যে, অন্য জানলে আরো আনন্দময় হয়ে উঠবে আমার গবেষণা।

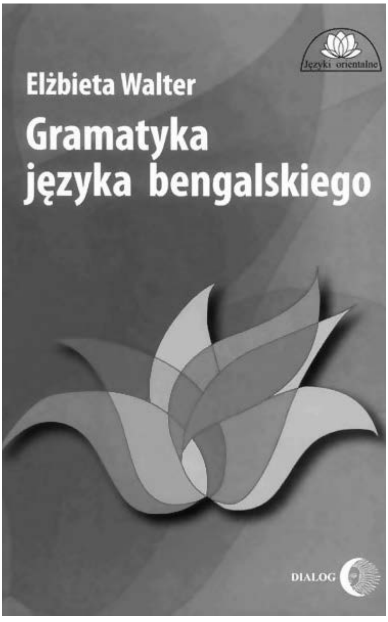

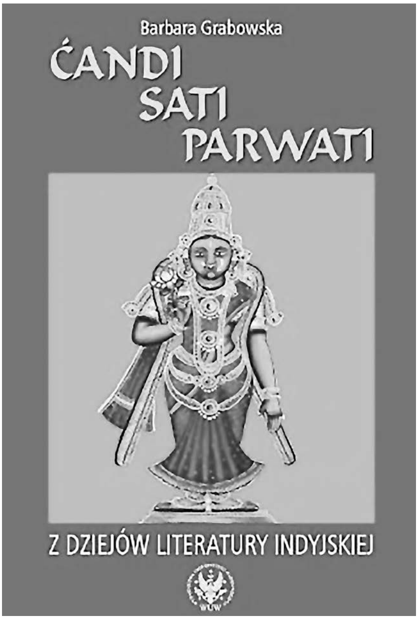

পোলিশ ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য নিয়ে গ্রন্থ

মিহাউ: অবশ্যই। আপনি তো জানেন যে পিএইচডি বেশি রক্ত পড়বে না। এটা শুধু গবেষকেরা পড়বে, যাদের কাজে লাগে শুধু তারাই পড়ে।

সাইমন: কিন্তু আমাদের দেশে তো পিএইচডি গবেষণা করা মাত্রই তা প্রকাশের জন্য সবাই উঠে পড়ে লাগে। এমনকি আমি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করি বাংলা একাডেমিতে, সেখানে তো পিএইচডি ডিগ্রী পাওয়ার পরপরই সবাই ছুটে আসে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার জন্য। কিন্তু আমি অনেক গবেষক কে দেখেছি যারা পিএইচডি ডিগ্রী প্রাপ্তি পরেও সেটাকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য আবার নতুন করে লিখেছেন এবং তা প্রকাশের জন্য পিএইচডি করার থেকেও বেশি সময় নিয়ে থাকেন।

মিহাউ: আমি ভয়ে আমার পিএইচডি থিসিস প্রকাশ করতে চাইনা। আমার তো মনে হয় আরেকবার সব নতুন ভাবে লিখতে হবে। আসলে কাজটা লিখে শেষ করে কয়েক মাস রেখে দিয়ে আবার দেখলে মনে হয়, এইটা এইভাবে লিখেছিলাম, এখন অন্যভাবে লেখা দরকার। এইরকম চিন্তা নিশ্চয়ই সকল গবেষকের কাছেই আসে।

সাইমন: এখন আমি তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা চর্চার ইতিহাস সম্পর্কে জানতে চাই। হঠাৎ তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কবে থেকে বাংলা বিভাগ চালু হয়েছিল? কতগুলো কোর্স আছে? কিভাবে পড়ানো হয়? কারা কারা আগে পড়েছে এবং কারা কারা বাংলা পড়ায়? তুমি তো এখন নিজেই অধ্যাপনা করছো।

মিহাউ: আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কবে থেকে বাংলা বিভাগ চালু হয়েছে তার আসল তারিখ এখন আমার মনে নেই। তবে এটুকু বলতে পারি অনেক বছর আগেই এই বিভাগ চালু হয়েছে। সেই বিচারে আমাদের বিভাগ অনেক পুরনো। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ইন্ডিয়ান স্ট্যাডিজ ছিল। বেশিরভাগ সংস্কৃত নিয়ে কাজ ছিল। পরে কিন্তু তাড়াতাড়ি বাংলার একজন অধ্যাপক আসছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে, তাঁর নাম হিরন্ময় ঘোষাল তিনি অনেক বছর ধরে বাংলার অধ্যাপনা করেন। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি কারণ তিনি মারা গেছেন বহু আগে। কিন্তু আমার অধ্যাপকেরা তাঁর শিষ্য ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়াতে এসে পোল্যান্ডে অনেক বছর কাটিয়েছিলেন। তাঁর ছেলে মেয়েরা ওখানেই হয়েছে। শুরুতে সেই একজন বাঙালি অধ্যাপক দিয়েই আমাদের বাংলা বিভাগ শুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি যখন চলে গেছেন অবসরে, তাঁর চলে যাওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশ থেকে আর কেউ আসেননি। তখন আমাদের দেশের পোলিশ দুই-তিনজন মহিলা অধ্যাপক বাংলা বিভাগে শিক্ষকতা শুরু করেন। এখন কয়েকজন পিএইচডি স্টুডেন্ট আছে, তারা পিএইচডির মাঝামাঝি সময়ে কেউ কেউ কলকাতা ঢাকাতে যায়। বাংলা ভাষা নিয়ে গবেষণা করতেন অধ্যাপক ভালটের। তিনি একসময় রবীন্দ্র সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করতেন। কয়েক বছর আগে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ ও প্রবন্ধ নিয়ে তাঁর বিশাল মোটা গবেষণাগ্রন্থ বেরিয়েছে। আর যেটা আগেই বলছিলাম আমাদের একজন প্রফেসর গ্রাভোভস্কা বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়ে এবং মঙ্গলকাব্য নিয়ে গবেষণা করতেন। তাঁর অনেক বই বেরিয়েছে রাধা নিয়ে, কৃষ্ণ নিয়ে, *মনসামঙ্গল* নিয়ে এবং *ধর্মমঙ্গল* নিয়ে কিছু নতুন কাজ করেছেন। তাছাড়া, প্রফেসর ভালটের বাংলা ব্যাকরণ নিয়েও কাজ করছেন, বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে তিনি পোলিশ ভাষায় বড় একটি বই প্রকাশ করেছেন। এরা দুজনই আমার বিভাগের প্রধান ছিলেন। এছাড়া, আরো দুজন আছে, যারা বাংলা নাটক পড়ান এবং বাংলা

নাটক নিয়ে গবেষণা করেন। এদের একজন হলেন প্রফেসর শ্লিভচিন্সকা। আরেকজন আছেন ব্যাকরণ ও সংস্কৃত কাব্য নিয়ে বেশি কাজ করেন। এর বাইরে বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে কাজ করেন আরেকজন, তাঁর নাম আন্না ত্রিষ্কভস্কা। আমাদের সবাইকে বাংলা ব্যাকরণ শিখিয়েছেন এই প্রফেসর আন্না ত্রিষ্কভস্কা।

সাইমন: এদের পর তাহলে তুমি বাংলা বিভাগে যুক্ত হয়েছো?

মিহাউ: হ্যাঁ, আমি ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নতুন, প্রথম দিকে আমার প্রধান কাজ ইউনিভার্সিটির বাইরে, আমি ইমিগ্রেশনের সঙ্গে জড়িত।

সাইমন: কি ধরনের কাজ এটা?

মিহাউ: আমি তাদের জন্য দোভাষিক হিসেবে কাজ করি যারা শরণার্থীতা পাওয়ার জন্য বাংলাদেশ থেকে বা পশ্চিমবঙ্গ থেকে পোল্যান্ডে আসে। আমি তাদের সঙ্গে কাজ করি।

সাইমন: কি ধরনের লোক যায় সেখানে?

মিহাউ: সব ধরনের লোক আছে। বেশিরভাগ লোক আসে বাংলাদেশ থেকে, অনেকে রাজনৈতিক কারণে আসে। তবে, আর্থিক কারণেই বেশি লোক আসে। তারা পোল্যান্ডে এসে থাকতে চায় অথবা ইউরোপের অন্য দেশে চলে যায়। তাদের সাথেই আমার কাজ ছিল।

সাইমন: এটা কি সেবামূলক কাজ হিসেবে করছো নাকি পেশাগতভাবে?

মিহাউ: পেশাগত হিসেবে। অনেক সময় আদালতে দোভাষী অনুবাদকের প্রয়োজন হয় অনুবাদ করার জন্য। অথবা বাংলাদেশ থেকে যখন কোন কাগজ আসে তার বাংলা ভাষা থেকে অনুবাদ করতে হবে পোলিশ ভাষায় যদি লাগে আমার কাছে আসে। এটাই আমার প্রধান কাজ ছিল। আর আমি পার্ট টাইম টিচার ছিলাম ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সে কারণেই এ সময় আমার গবেষণা করার তেমন কোনো সময় ছিল না। আসলে, ওই কাজ করতেই অনেক সময় চলে যেতো। তাছাড়া, ইউনিভার্সিটিতেও আমার পার্ট টাইম চলছিল। এখন আস্তে আস্তে গবেষণায় জড়িত হয়েছি। কিন্তু জানি না কি নিয়ে গবেষণা করব। কারণ অনেক বিষয়ে আমার ভালো লাগে। তবে সম্ভবত আমি লোকসংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করব।

সাইমন: বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি?

মিহাউ: বাংলাদেশের অথবা পশ্চিমবঙ্গের হতে পারে। তবে, দুইটা একসঙ্গে হলে আরও বেশি ভালো হতো।

সাইমন: তোমাদের ওখানে বাংলা বিভাগে স্টুডেন্ট কেমন আসে? প্রধানত তো পোলিশরাই ওখানকার বাংলা বিভাগে পড়তে আসে?

মিহাউ: বেশিরভাগ পোলিশরাই বাংলা বিভাগে পড়তে আসে।

সাইমন: অন্য জায়গা থেকে আসে না কেন?

মিহাউ: অন্য জায়গা থেকে আসে না, কারণ আমাদের ওখানে সব পড়াশোনা হয় পোলিশ ভাষায়। ইংলিশে হয় না। যদি এক্সট্রা ক্লাস থাকে, যেমন অন্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইংলিশে হতে পারে, অর্থাৎ অন্য বিভাগ থেকে যদি তারা এসে সাউথ

এশিয়া নিয়ে কিছু জানতে চায়, সেটা ইংলিশেও করা যেতে পারে। কিন্তু বেশিরভাগই পোলিশ ভাষায় শেখানো হয় সবকিছু।

সাইমন: কিন্তু বাংলায় তোমরা যখন পড়ে তখন সেটা পোলিশ ভাষায় কিভাবে করো?

মিহাউ: বাংলা বিভাগের ছাত্র ছাত্রীরা অনেকটা আমার মতোই পড়তে আসে, আমি যেভাবে আসছি, যেমন তারা আসবে এ বছর এক বছরে তাদের হিন্দি পড়ানো হয়, অথবা বাংলা পড়ানো হয়।

সাইমন: আমি জানতে চাচ্ছি বাংলার প্রতি পোলিশ ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ কেমন?

মিহাউ: তাদের আগ্রহ আছে। মনে হয় অনেক বার তারা দুইটা স্টাডিস করে, মানে বিজনেস স্টাডিস এবং সাউথ স্টাডিজ বিভাগে পড়ে। কিন্তু ভাষা সাহিত্য পড়তে বেশি সময় নেয়। তাই আগ্রহ আছে, কিন্তু সময় নাও থাকতে পারে। অনেক স্টুডেন্ট আসে সাউথ এশিয়ান ডিপার্টমেন্টে এবং অরিয়ান্টাল স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টে। কিন্তু সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের ভাষা নিয়ে পড়তে একটু বেশি সময় লাগে।প্রতি বছরে অনেক ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়, তারা আলাদা আলাদা ভাষা শেখে। এখন বাংলা ভাষা প্রতি তিন বছর পর পর শেখানো হয়। এখন কিন্তু আমাদের স্টাডিজ বিভক্ত হয়ে গেছে। মানে আগে পুরো এমএ ছিল পাঁচ বছরের, আমি যখন পড়াশোনা করতাম। এখন বিভক্ত হয়ে গেছে বিএ এবং এমএ। বিএ-এর জন্য তিন বছরের কোর্স এবং এমএ-এর জন্য দুই বছরের কোর্স এখন ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে তিন বছরের কোর্স বিএ ১২ জন পড়ছে। কিন্তু মাস্টার্সে শুধু পাঁচজন আগ্রহী।

সাইমন: তার মানে প্রতিবছর তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ১২ জন বিএ বাংলা পড়তে পারে।

মিহাউ: ১২ জন, ১৬ জন অনার্স করার জন্য বাংলায় এসে থাকে। তিন বছর পরে অনেকে রিজাইন করে, শুধু বিএ কোর্স সম্পন্ন করে চলে যায়।

সাইমন: তারা তিন বছর ধরে বাংলা বিভাগের অনার্স করার পরে কি করে? মানে তারা কি ধরনের পেশাগত কাজে যায়?

মিহাউ: তিন বছর ধরে একটা ভাষা সম্পূর্ণ শেখা অসম্ভব। তিন বছর পরে আসে ব্যাকরণ, সাহিত্য নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ।

সাইমন: অনার্সের তিন বছরে তোমরা কি শুধু বাংলা ভাষা শেখাও?

মিহাউ: না না। সব আছে, সাহিত্য ও ব্যাকরণ ইতিহাস সবই পড়ানো হয়। বাংলা সাহিত্য নিয়ে ক্লাস আছে আলাদা করে। বাংলা পাঠ নিয়ে আলাদা ক্লাস আছে। প্রধান ভাষা ১০ ঘণ্টা, আমার দশ ঘণ্টা ক্লাস ছিল। সপ্তাহে দশ ঘন্টা ক্লাস আছে প্রধান ভাষা নিয়ে। তাছাড়া আপনি ইচ্ছা করলে অন্য ভাষা পছন্দ করতে পারেন।

সাইমন: তাহলে তোমাদের এখানে বাংলা বিভাগে যে পড়তে আসে তার প্রধান ভাষা হয় বাংলা। সে বাংলার পাশাপাশি অন্য কোন ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে নিতে পারে। এক্ষেত্রে তোমরা কোন ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে থাকো?

মিহাউ: বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ভাষা হয় সংস্কৃত ভাষা।

সাইমন: আবার যখন সংস্কৃত প্রধান ভাষা হয় তখন কোন ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বিবেচনা করো?

মিহাউ: সংস্কৃতের পাশাপাশি তখন অন্য কোন ভাষা পছন্দ করা হয়।

সাইমন: বাংলা ভাষা শিক্ষার পদ্ধতিটা তোমরা কী ভাবে অনুসরণ করো? তোমরা প্রথমে কিভাবে শুরু করো? ধরো অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে একজন শিক্ষার্থী এলো সে কিভাবে বাংলা পড়তে শুরু করে? যেমন আমরা বাংলা সাহিত্যের পড়ালেখা শুরু করে প্রাচীন সাহিত্য মধ্যযুগের সাহিত্য আধুনিক সাহিত্যে এই ধারাবাহিকতা দিয়ে। তোমরা কোথা থেকে শুরু করো?

মিহাউ: ইতিহাস না ভাষা?

সাইমন: ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস?

মিহাউ: আলাদা ক্লাস থাকে, সাহিত্যের আলাদা ক্লাস, ইতিহাসের আলাদা ক্লাস। সাহিত্য তো আলাদা একটা জিনিস, শুরু হয় চর্যাপদ থেকে। মানে কিছু না জানলে, অর্থাৎ বাংলা ভাষা না জানলে, আমরা শুরু করি চর্যাপদ থেকে। অবশ্যই পোলিশ ভাষায়, বাংলায় আমরা প্রথমে এই ভাষা পড়তেও পারিনা। বাংলা ভাষা করছে কিন্তু আমরা লিপি থেকে, শুরু করি আস্তে আস্তে সহজ পাঠ দিয়ে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় বছরে রবীন্দ্রসাহিত্য, শরৎচন্দ্র, লোকসাহিত্য নিয়ে আমরা আলোচনা করি।

সাইমন: তোমরা বাংলা শেখার সময় কি পোলিশ ভাষায় যে বাংলা ব্যাকরণ আছে সেটাই ব্যবহার করো?

মিহাউ: এই গ্রামারটা আসলে টিচার্স ফ্রেন্ডলি নয়। রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার হতে পারে। ফার্স্ট ইয়ারের জন্য এটা খুব একটা ব্যবহার উপযোগী নয়। সেকেন্ড থার্ড ইয়ার এটা ব্যবহার হতে পারে। কারণ ব্যাকরণ ক্লাস এর মত বিভক্ত হয় না। লেসন মত বিভক্ত হয় না।

সাইমন: তোমাদের বিভাগের সঙ্গে যেমন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা সম্পর্ক আছে। বাংলাদেশের সঙ্গে তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন একাডেমিক সম্পর্ক আছে?

মিহাউ: স্কলারশিপ পাওয়া যায়। তবে, আইসিআইসির মতো না। আইসিআইসি তো ইন্ডিয়াতে আছে। এখানে মনে হয় এরকম কোন একাডেমিক ইনস্টিটিউট নেই। আমার মনে হয় একজন ছাত্রী কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেছেন আমেরিকান ফাউন্ডেশন দিয়ে। যাদবপুরেও সরাসরি যোগাযোগ নেই। আইসিআইসি ভারতের কলকাতা ইউনিভার্সিটি, শান্তিনিকেতন দিতে পারে, বিশ্বভারতী দিতে পারে, অথবা যাদবপুরে দিতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা আসলে পছন্দ করতে পারি।

সাইমন: কিন্তু আমার মনে হয় বাংলাদেশ বাংলা ভাষা ভিত্তিক একটি দেশ। সারা পৃথিবীর বাংলা ভাষার একাডেমিক চর্চাকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি সম্পর্ক থাকতে পারতো। যেমন তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ আছে, এই বিভাগের শিক্ষার্থীরা বা শিক্ষকরা যদি বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের তাদের পড়ালেখা করতে পারত তাহলে তো সুন্দর একটি একাডেমিক সম্পর্ক বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তৈরি হতো।

মিহাউ: নিশ্চয়, এটা হলে তো খুব ভালো হতো।

সাইমন: আমার মনে হয় এই দুই রকম ব্যবস্থা থাকলে বেশি ভালো হতো। তোমরা বাংলাদেশে এসে যেভাবে কাজ করতে পারবে, আবার বাংলাদেশি গবেষকরাও তোমাদের ওখানে যে এ কিভাবে কাজ করতে পারবে। এরকম একটি বিনিময় সম্পর্ক থাকলে বেশি ভালো হতো।

মিহাউ: তাছাড়া সাধারণ সাহিত্য ক্লাস ছাড়াও আমাদের স্পেশাল সাবজেক্ট আছে, মানে একটা এক্সট্রা ক্লাস আছে। যেখানে একজন প্রফেসর একটা বিষয় নিয়ে ক্লাস করেন। যেমন মঙ্গল কাব্য সাহিত্য আমাদের একটা সেমিস্টার ছিল। মঙ্গল কাব্য সাহিত্য একটা সেমিস্টার হতে পারে, বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়ে, চার মাস ধরে চার মাস ধরে ক্লাস। স্পেশাল তেমন কিছু না। কিন্তু একটা বিষয় নিয়ে, অর্থাৎ একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে নিয়ে ক্লাস করা।

সাইমন: তোমাদের ওখানে কি প্রাচীন মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি পাঠ, বা গবেষণা এ ধরনের কোন কাজ করা হয়?

মিহাউ: না আমাদের ক্লাসে পাণ্ডুলিপি পাঠ করানো হয় না। তবে, সংস্কৃত বিভাগে যারা সংস্কৃত পরে তারা পাঠ পাণ্ডুলিপি পাঠ করে। পান্ডুলিপি নিয়ে তারা পড়াশোনা করে। কিন্তু বাংলা বিভাগে পাণ্ডুলিপি পাঠ এখনো করা হয় না। ব্যক্তিগতভাবে আমার ইচ্ছা আছে মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি পাঠে যোগ দেওয়ার।

সাইমন: তোমার কথা শুনে আমরা বুঝতে পারছি পোল্যান্ডে বাংলা সাহিত্য বেশ ভালোভাবেই পড়ানো হয়। কিন্তু আমরাতো ইতিহাস জানতাম না।

মিহাউ: এর প্রধান কারণ ও সমস্যা হচ্ছে আমাদের ওখানে সব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস লেখা হয় পোলিশ ভাষায়। আমাদের মাতৃভাষা পোলিশ, ইংলিশ নয়। তাছাড়া অনেক পাবলিকেশন হয় পোলিশ ভাষায়। পিএইচডিও বেশিরভাগ পোলিশ ভাষায় হয়। বিএ, এমএ সব পোলিশ ভাষায় হয়। ফলে এটা বিস্তার হয় না বাইরে।

সাইমন: বাংলা সাহিত্যের অনেক লেখা তোমাদের পোলিশ ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। কি কি হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে জানতে পারি?

মিহাউ: অনেক না। কিছুটা হয়েছে। যেমন *মনসামঙ্গল* অনুবাদ হয়েছে, কিন্তু পুরো টেক্সট ছাপানো হয়নি। *মনসামঙ্গল* নিয়ে একটা বই লেখা হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য অনেক *বৈষ্ণব পদাবলী* অনুবাদ করা হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্য অনেক অনুবাদ করে ছাপানো। নজরুল নিয়ে খুব একটা গবেষণা হয়নি মনে হয়।

সাইমন: বাংলাদেশের সাহিত্য নিয়ে তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কোন গবেষণা বা পড়ালেখা হয় কি?

মিহাউ: বিএ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী তাসলিমা নাসরীনের লেখা অনুবাদ বা গবেষণা করেছে। কিন্তু এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত কিছু জানি না। শামসুর রাহমানের সম্ভবত কয়েকটা কবিতা অনুবাদ করা হয়েছে। আমাদের একটা ম্যাগাজিন আছে অরিয়েন্টাল স্টাডিজের, সেখানে প্রতিবছর দুইবার প্রকাশের জন্য আলোচনা বা অনুবাদ দিতে পারি। আসলে বাংলাদেশের সাহিত্য আমাদের ওখানে তেমন ভাবে পড়ানোর সুযোগ হয়নি। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্য আলোচনা ও গবেষণার বেশি সুযোগ

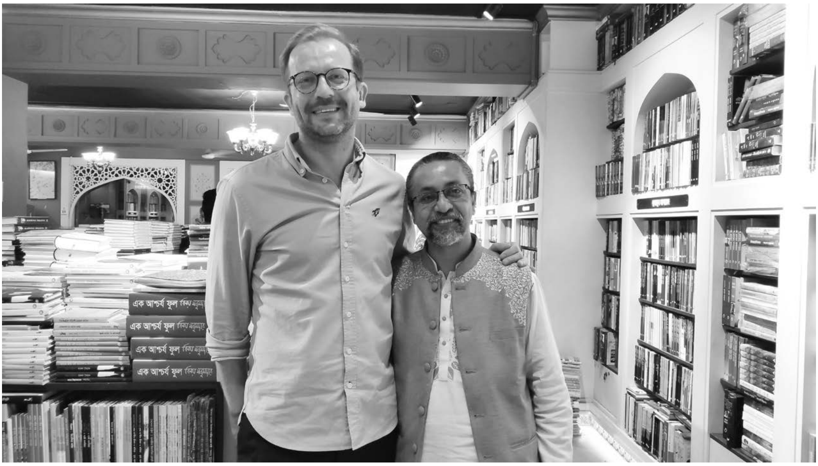

ঢাকার বাতিঘরে অধ্যাপক মিহাউ পানাসুকের সঙ্গে সাইমন জাকারিয়া, ১০ই ডিসেম্বর ২০২১

হয়েছে। কারণ ভারত সরকার আমাদের স্কলারশিপ দিয়ে থাকে, বাংলাদেশ থেকে আমরা তেমন কোন স্কলারশিপ পাই না। আসলে বাংলাদেশের সঙ্গে এরকম কোন একাডেমিক সম্পর্ক নেই বলেই হয়তো বাংলাদেশের সাহিত্য আমাদের দেশে অনুবাদ ও আলোচনায় একটু পিছনে আছে বলে আমার মনে হয়।

সাইমন: ব্যক্তিগতভাবে তোমার কাছে জানতে চাই তুমি বাংলাদেশের কোন কোন লেখক এর সাহিত্য পড়েছ? বা কাদের লেখা তোমার ভালো লেগেছে?

মিহাউ: আমার প্রিয় কবি জীবনানন্দ দাশ। এখন আমরা কি বলব জীবনানন্দ দাশ বাংলাদেশী কবি নাকি ভারতীয় কবি! আমার মনে হয় বাঙালি কবি। কিন্তু আসলে তিনি বিশ্বকবি। তো জীবনের লেখা আমার খুব ভালো লাগে। আলাওলের লেখা, দৌলত কাজীর লেখা, খুব আকর্ষণীয় আমার চোখে।

সাইমন: আমি বলছি সাম্প্রতিককালের বাংলাদেশের কোন লেখক এর লেখা তোমাদের ভাল লাগে কিনা?

মিহাউ: আসলে আধুনিক বাংলাদেশের সাহিত্য নিয়ে আমাদের ওখানে তেমন একটা গবেষণা হয়নি।

সাইমন: কিন্তু ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বাংলাদেশের নতুন সাহিত্যের জন্ম হয়েছে। তার দিকে তোমাদের নজর পড়ছে না কেন?

মিহাউ: আসলে বাংলাদেশের সাহিত্য নয়। গত চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের বাংলা সাহিত্য নিয়েই আমাদের ওখানে খুব একটা গবেষণা হয়নি। আধুনিক সাহিত্য পড়লে সবাই বলবে যে রবীন্দ্রনাথ। এখন আমরা আধুনিক সাহিত্য নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছি।

সাইমন: বাংলা ভাষা সাহিত্য নিয়ে তোমার গবেষণার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে যদি কিছু বল।

মিহাউ: লোকসাহিত্য নিয়ে তো অবশ্যই আমি আগ্রহী। তবে আধুনিক বাংলাদেশের সাহিত্য নিয়ে আমার আগ্রহ থাকবে। কারণ আধুনিক বাংলাদেশের সাহিত্য নিয়ে গবেষণার অনেক শূন্যস্থান আছে সেটা আমি পূর্ণ করার চেষ্টা করব। তবে এই কাজটা হবে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের নতুন সাহিত্য নিয়ে করা উচিত হবে। কারণ প্রাচীন সাহিত্য নিয়ে, মধ্যযুগের সাহিত্য নিয়ে, বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়ে, মঙ্গলকাব্য নিয়ে, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মোটামুটি সবাই গবেষণা করে সবাই জানে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরে আধুনিক সাহিত্য নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে।

সাইমন: বাংলাদেশের সাহিত্য ভাণ্ডার নিয়ে গবেষণার অনেক সুযোগ আছে। কিন্তু তোমাদের দৃষ্টি এদিকে তেমনভাবে না পড়ার কারণ কি?

মিহাউ: একটা কারণ আছে, বিশাল গুরুত্বপূর্ণ একটা কারণ আছে। বাংলা সাহিত্য এতো বিস্তর এতো লেখক, এতো লেখা—যা নিয়ে কয়েকজন বিদেশীদের জন্য গবেষণা করা অসম্ভব।

সাইমন: কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের অনেক পাণ্ডুলিপি ওতো এখনো পড়া হয়নি। এখনো প্রায় লক্ষাধিক পাণ্ডুলিপি আমাদের অপঠিতই রয়ে গেছে।

মিহাউ: এটা আমাদের জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ভালোভাবে পাঠ করা।

সাইমন: আপনি যে পিএইচডি গবেষণা করেছেন সাহেবধনী সম্প্রদায়ের গান নিয়ে। এই গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে আপনি যদি কিছু বলেন।

মিহাউ: আমার পিএইচডি বিষয়বস্তুর নাম ছিল, "বাংলা দেহতত্ত্বের গান : সাহেবধনী সম্প্রদায় আর বাউল গান"। এই দুটা ঐতিহ্য তুলনা করলাম। সাহেবধনী ঐতিহ্য নিয়ে আমরা বেশি কিছু জানিনা। আর সব থেকে আমি কয়েকটি প্রতীক পছন্দ করলাম। বাউল সাহিত্য থেকে বাউল ঐতিহ্য থেকে, আর আমি তুলনা করলাম সাহেবধনীতে এই প্রতীকগুলো যদি থাকে তখন কিভাবে থাকে?

সাইমন: কি কি প্রতীকগুলো চিহ্নিত করেছিলে?

মিহাউ: আমি বেছে নিয়েছিলাম যেমন—চন্দ্র, অথবা সূর্য, অথবা নদী, কৃষ্ণ, গুরু প্রভৃতি। এই যে, আজকের চর্যাপদের গানে যেটা সাধু বলেছিলেন যোগিনীকে বললেন (ভাবনগর সাধুসঙ্গের ভাবসাধকদের চর্যাপদের গানের পুনর্জাগরণের আসরে পরিবেশিত গানের দিকে ইঙ্গিত করে বলে কথা। সেদিন সাক্ষাৎকারের আগে মিহাউ পানাসুকের ঢাকার বাসায় চর্যাপদের আসর বসেছিল।) এটা প্রাচীন কাল থেকে দেখা যায় যে, বাংলা সাহিত্যে প্রায় একই প্রতীক থাকে। কিন্তু সব গানে কি একই প্রতীকের কি একই মানে থাকে? একই অর্থ থাকে? থাকে না। এসব নিয়ে আমি আলোচনা করলাম। আমার থিসিসের চ্যাপ্টার গুলোর মধ্যে বাউল নিয়ে একটা চ্যাপ্টার ছিল, বাউল রিসার্চ কি রকম হয়েছে তার ইতিহাস, দেহতত্ত্ব কি। অবশ্যই এই আলোচনা চর্যাপদ থেকে শুরু করেছিলাম, একটা চ্যাপ্টারে চর্যাপদের কথা ছিল। সাহেবধনী ডিসকভারি কিভাবে হয়েছে, মানে কবে প্রথমবার ইন্ট্রোডিউসিং হল, সাহেবধনী নিয়ে কিছু তথ্য আছে, ওখানে কেউ একজন এই সম্প্রদায়ের স্থাপিত করে ছিলেন, যেমন বাউল ঐতিহ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই যে

বাউল একজন থেকে ছড়িয়েছে, কিন্তু আমরা নির্ণয় করতে পারিনা কোন ব্যক্তি থেকে বাউল ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়েছে। পরে মরমী সাহিত্য নিয়ে বাংলা ভাষায় সুফির প্রভাব নিয়ে একটা চ্যাপ্টার ছিল, এরপর প্রতীকের কথা। এটা অবশ্যই সংস্কৃতের মানে সংস্কৃত সাহিত্যের কিছু অংশ ছিল, নাথ সাহিত্য, বৈষ্ণব, মরমি সাহিত্য, সুফি অন্য সাহিত্যের সঙ্গে কি রকম সম্পর্ক বা প্রভাব ছিল তা তা নিয়ে আলোচনা করেছি। তাছাড়া আরেকটা বড় চ্যাপ্টার ছিল গানের অনুবাদ, আমাদের পোলিশ ভাষায় বাউল নিয়ে বেশি চর্চা হয়নি। তাছাড়া ক্যারল সালমানের একটা দুইটা গান ছাড়া বেশি আলোচনা হয়নি। তাই আমি কয়েকটা গান আগে পছন্দ করলাম এবং সেগুলো পোলিশ ভাষায় অনুবাদ করেছিলাম। বেশিরভাগ লালনের গান ছিল, এছাড়া কুবির গোসাইয়ের গান, সাহেবধনী সম্প্রদায়ের গান, জাদু বিন্দুর গান অনুবাদ করেছি। মোটামুটি আমি দুই-তিন হাজার গান নিয়ে কাজ করেছি। সব গান আমি অনুবাদ করিনি কিন্তু খুঁজতে খুঁজতে অনেক গান সংগ্রহ করেছি এবং সেগুলো পড়েছি বারবার। কিন্তু আমার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল প্রতীক নিয়ে আলোচনা। সব মিলিয়ে প্রায় আড়াই শত পাতা লিখেছিলাম।

সাইমন: গবেষণা কার তত্ত্বাবধানে করেছিলে, পরীক্ষক কারা ছিলেন?

মিহাউ: আমাদের একটা সিস্টেম আছে। একজন একাডেমিক গুরুর কাছে পিএইচডি গবেষণা করতে হয়, আমি যার কাছে পিএইচডি গবেষণা করেছিলাম অর্থাৎ যিনি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন তিনি হলেন প্রফেসর গ্রাভোভ্স্কা, যিনি বৈষ্ণব পদাবলী আর মনসামঙ্গল নিয়ে কাজ করেন উনার তত্ত্বাবধানেই আমি লিখেছিলাম।

সাইমন: তোমার ডিফেন্স কিভাবে হয়েছিল?

মিহাউ: প্রথমে তিনজন প্রফেসরের কাছে থিসিসটা পাঠানো হয়েছিল। কয়েক মাস পরে তারা বলে আমরা প্রস্তুত। থিসিস পড়া হয়েছে। ইউনিভার্সিটির কাছে ক্রিটিক্যাল কিছু পর্যবেক্ষণ লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে। পরে অবশ্যই আমাকে আলাদাভাবে পরীক্ষা করতে হয়। কয়েকটা ইউনিভার্সিটির পিএইচডি করে ফিলোসোফি নিয়ে, আমাদের সাউথ এশিয়ান ডিপারমেন্ট একটা, বাংলা ঐতিহ্য নিয়ে একটা, পরীক্ষা দিয়েছি আমি। সেই পরীক্ষায় সবাই আসতে পারে। সবার সামনে আমার বক্তৃতা দিতে হয়, আমি সবার সামনে বলি, আমার ইতিহাসটা কী নিয়ে, কি কি পয়েন্ট ছিল, আমি কি কি লিখেছি। পরে ওই প্রফেসরেরা ৩জন যাদের কাছে আগেই থিসিস পাঠানো হয়েছিল, তারা ক্রিটিক করে বেশি আর আমাকেও প্রশ্ন করে। আর পরে যারা আসে প্রফেসরেরা, ছাত্র ছাত্রীরা অথবা বাইরে থেকে লোক আসতে পারে, সকলেই প্রশ্ন করে। আর শেষের দিকে তাদের কমিশন আছে, কমিশন থেকে বলা হয় পাস করা হয়েছে কি পাস করা হয়নি। এটাই আমাদের সিস্টেম।

সাইমন: খুব কঠিন সিস্টেম।

মিহাউ: কঠিন। তবে খুব মজাও আছে।

সাইমন: তুমি যখন থিসিস শুরু করেছিলে তখনও কি তোমাকে এই ধরনের কোন পরীক্ষার ভেতর দিয়ে শুরু করতে হয়েছিল?

মিহাউ: অবশ্যই। প্রপোজাল জমা দেওয়ার সময় একটা পরীক্ষা হয়। আমাদের ডিপার্টমেন্টের কিছু শর্ত থাকে পিএইচডিতে করার জন্য। মানে বিষয়ের ব্যাপারে

বলতে হবে কমিশনের সামনে। পুরো ইনভারসিটি থেকে কমিশন আসে, সেখানে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে মাত্র একজন ছিলেন। অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে একজন করে প্রফেসর ছিলেন। যারা এই বিষয় সর্ম্পকে কিছুই জানতেন না। অন্য বিষয়ে তারা গুণী। যেকোনো একটা প্রপোজাল দেখে তারাই বিচার করে এটা কি ভালো প্রপোজাল নাকি খারাপ। তারা দেখে আমি কি লিখেছি, আমি কি নিয়ে কাজ করব। ভাষা আমি ভালো করে জানি কিনা? আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করার জন্য ভাষা জানা সব থেকে বড় শর্ত। ভাষা শেখার সময় নেই এখন আপনার, ভাষা আপনি যখন জানেন তখনই আপনি পিএইচডি করতে পারেন। ভাষা না জানলে আপনার পিএইচডি করার অধিকার নেই। কারণ আপনার তো টেক্সট নিয়ে কাজ করতে হবে। তো আপনি কি এখন বাংলা শিখবেন? কত বছর লাগবে, পাঁচবছর? পাঁচ বছরের পিএসডি আছে সর্বোচ্চ ছয় বছর। তো এখন কি আপনি তিন বছরে ভাষা শিখবেন, আর দুই বছরে আস্তে আস্তে পিএইচডি গবেষণার কাজ করবেন। যথেষ্ট সময় নেই। প্রপোজাল এর সময় এটাই মূলত পরীক্ষা করা হয়। একইসঙ্গে ভাষার লেভেল এবং সবথেকে গুরুত্ব দেওয়া হয় বিষয়ে জ্ঞান। বিষয়টিকে ইন্টারেস্টিং, অতীতে কি করা হয়েছে, আর কি করার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে অনেকের প্রপোজাল রিফিউজাল হয়ে যায়, অনেককে আবার ভালো করলে পিএইচডি করতে দেওয়া হয়।

সাইমন: তোমার পিএইচডি প্রপোজাল তৈরি করতে কত সময় লেগেছিল?

মিহাউ: আমারে এমএ করার পর থেকে এক বছর ছুটিতে অন্য কাজ করতাম। আসলে, এ সময় ভাবতাম আমি কি করবো, কি করবো না। ভাবছিলাম আমি নাটক নিয়ে গবেষণা করবো, নাকি লোকসাহিত্য নিয়ে গবেষণা করব। পরে আমি সাহেবধনী ও বাউলগানের ঐতিহ্যের এই সাবজেক্টটা পছন্দ করলাম।

সাইমন: আমি খুবই খুশি তুমি লোকসাহিত্য নিয়ে পিএইচডি গবেষণা করছো।

মিহাউ: আমিও খুব খুশি।

সাইমন: বাংলা ভাষা নিয়ে আজকাল বাঙালিরা হীনমন্যতায় ভোগে। এ সম্পর্কে তোমার মতামত কি?

মিহাউ: আসলে, কোনো দেশের লোক তার নিজের ভাষা নিয়ে গবেষণায় আগ্রহী হয় না। কারণ, হয়তো সবাই মনে করে এ ভাষায় আমি কথা বলি, চলাফেরা করি—এটা নিয়ে আর গবেষণার কি আছে। সবসময় এমন হয় বিদেশীরা বাংলা গবেষণা করে।

সাইমন: অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। সেই সঙ্গে জয় গুরু।

মিহাউ: তোমাকেও ধন্যবাদ, জয় গুরু।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ২৩শে জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ।
সংস্কারের তারিখ : ১৪ই ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ।